ভোরের কাগজ

NOV. 29 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

প্রতিক্রিয়া

শিক্ষাগুরুর শির

গত ২৫ নভেম্বর ২০০১ দৈনিক ভোরের কাগজে এস আর চৌধুরীর শিক্ষাগুরুর শির' শীর্ষক লেখাটির ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তিবাদ ও বক্তব্য প্রদান জরুরি। রচনাটির শেষ অংশে বেনামি সংবাদপত্রের দ্ধৃতি দিয়ে দেশের ঐতিহ্যবাহী ও সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্মানিত উপাচার্যের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার যে অপচেষ্টা চালানো হয়েছে তা মত্যন্ত দুঃখজনক।

এতে পত্রিকার নাম উল্লেখ না করে সংবাদপত্রের বরাত দিয়ে উপাচার্য ধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী সম্পর্কে যে সব তথ্যের অবতারণা করা য়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অধ্যাপক চৌধুরী সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন থাকাকালীন তার বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাতের ভিযোগ আনা', 'তার বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা দায়ের করা' এবং 'ঘটনা সত্য মাণিত হওয়ায় তার দণ্ডিত হওয়া' সংক্রান্ত সকল তথ্যই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। ধ্যাপক চৌধুরীর বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাতের কোনো মামলা দায়েরের কোনো শ্ন কখনই উত্থাপিত হয়নি, তাই তার মামলায় দণ্ডিত হওয়ার প্রশ্নটি সম্পূর্ণ বান্তর। তাছাড়া, 'সে সময় তার উপ-উপাচার্য হওয়ার কথা থাকলেও এনপি সরকার তাকে আর ঐ পদে নিযুক্তি না দেওয়া' মর্মে প্রকাশিত থ্যাটিও লেখকের কল্পনাপ্রসূত। উপাচার্যের বিরুদ্ধে অন্যের মেধা সম্পদ ছরুপের অভিযোগটিও সম্পূর্ণ বানোয়াট।

মাননীয় উপাচার্য তার সুদীর্ঘ ৩৩ বছরের কর্মজীবনে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ম্মানের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনসহ াতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তার ওপর দেশের সর্বপ্রাচীণ ও সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার রুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যা তিনি অত্যন্ত সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সকল হলের সহযোগিতা নিয়ে পালন করবেন বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। উল্লিখিত লেখায় তার সমর্থকগণ দলবেঁধে পূর্ববর্তী উপাচার্যের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন'- থাটিও আদৌ সত্য নয়। ভোরের কাগজ কর্তৃপক্ষ অথবা লেখকের কাছে াননীয় উপাচার্যের অতীত কার্যক্রম সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু থাকলে তা র্তৃপক্ষ সমীপে পেশ করা যেতে পারে, কোর্টে উপস্থাপন করা যেতে পারে। পাচার্য মহোদয় স্বয়ং যেকোনো লোকের বক্তব্য অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে শুনতে াগ্রহী, এমনকি তা যদি তার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার অভিযোগের কথাও হয়ে াকে।

াঃ আশরাফ আলী খান : জনসংযোগ অফিসার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।